যুগান্তর

তারিখ 20 JAN 2003
পৃষ্ঠা ৩ কলাম 2

ত্রিভুজ প্রেমের বলি জাবি ছাত্র পরশ

মনিরুজ্জামান উজ্জ্বল

ত্রিভুজ প্রেমের বলি হয়েছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র ফিরোজ আলম পরশ। ঘনিষ্ঠ বন্ধুরাই পরশকে হত্যা করেছে বলে পুলিশের ধারণা। পরশের সঙ্গে প্রেম ছিল দিনাজপুরের এক কলেজ ছাত্রীর। পরশই প্রেমিকাকে তার বন্ধু সানের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। পরিচয়ের সূত্র ধরে এক পর্যায়ে সানের সঙ্গে তার প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এ নিয়ে পরশের সঙ্গে সানের দ্বন্দ্ব বাধে। বিচার-আচারও হয়। প্রেমিক বন্ধু সান গ্রেফতার হলেও এ সম্পর্কে মুখ খুলছে না। পুলিশ এখন পরশের প্রেমিকাকে খুঁজছে। এদিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগের লেকচারার শহীদুল ইসলাম (পরশের লাশের তদন্তকারী ডাক্তার) যুগান্তরকে জানান, লাশটিতে পচন ধরেছিল দু'কান ছিল না। মৃত্যু কিভাবে হয়েছে এ সম্পর্কে নিশ্চিত হতে ভিসেরা পরীক্ষার জন্য মহাখালী রাসায়নিক পরীক্ষাগারে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ গ্রেফতারকৃত পরশের তিন বন্ধু সান, আউয়াল ও তুহিনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য রিমান্ডে আনবে বলে জানা গেছে। দিনাজপুর শহরের মুন্সীপাড়ার সুলতান আলমের ৭ ছেলে ৩ মেয়ের মধ্যে সবার ছোট পরশ। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে পরশ দ্বিতীয় বর্ষের

জাবি ছাত্র পরশ

বলি : পৃষ্ঠা : ২ কলাম : ৮

বলি : প্রেমের

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

ছাত্র। ঢাকায় বড় ভাই কাস্টমস কর্মকর্তা রবিউল ইসলামের ১২৭, তেজকুনীপাড়ার বাসায় থাকতেন। জানা গেছে, দিনাজপুরের বালুয়াডাঙ্গা গ্রামের এক কলেজ ছাত্রীর সঙ্গে দু'বছর আগে পরশের প্রেম হয়। পরশের সম্ভাব্য খুনি হিসেবে পুলিশ যাকে সন্দেহ করছে সেই সানের বাড়িও দিনাজপুরে। তেজগাঁও থানার ওসির কাছে এ মামলা সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, প্রাথমিক তদন্তে ত্রিভুজ প্রেমের বিষয়টি প্রাধান্য পাচ্ছে। প্রেমজনিত বিরোধে এ হত্যাকাণ্ড ঘটতে পারে।